134

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রসঙ্গ ঃ ভর্তি পরীক্ষা

সরকার এ বছর হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, উচ্চ মাধ্যমিকে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হতে হবে, লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নয়। এর কিছুদিন পর আরও একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, এখন থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও পূর্ববর্তী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি হতে হবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলোতে এ নিয়ম ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত বলে এদেরকে উক্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও মেডিক্যাল কলেজগুলো ইতোমধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবে। ফলে একই সময়ে একই বিষয়ে দু'নিয়ম প্রচলিত হলো। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত না করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া আদৌ ঠিক হয়েছে কি? গ্রামের অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অবাধে নকল চলছে। বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই গ্রামের কলেজগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। শহরের অনেক স্বনামধন্য কলেজে আসন খালি রয়েছে। যা আগে কল্পনা করা যেত না। আগে গ্রামের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে নকল হতো পাশ করার জন্য, এখন হবে অধিক নম্বর পাওয়ার আশায়। কারণ অধিক নম্বর পেলেই ভাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যাবে ইদানীং গ্রাম ও শহরের স্কুল ও কলেজগুলোর ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা

যাবে, গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাসের হার অনেক বেশি, তা কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০% পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এটা আরও বেশি লক্ষণীয়। কাজেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা। শুধুমাত্র নম্বরের ভিত্তিতে অথবা শুধু লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ছাত্রের প্রকৃত মেধা যাচাই করা সম্ভব নয়। সুতরাং যে কোন পর্যায়ে ভর্তির জন্য পূর্ববর্তী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের একটি নির্দিষ্ট হার, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা-এই তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে গৃহীত ব্যবস্থাই হবে মেধা যাচাইয়ের সর্বোত্তম পন্থা। বর্তমানে গৃহীত শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি ব্যবস্থা বাতিল করে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপরোল্লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি পদ্ধতি চালু করলে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ লাভ করবে, সেইসাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

দিপঙ্কর
ওয়াই ওয়ান (Y-1) ডাঃ ফজলে রাব্বী হল
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ
ঢাকা।